মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন লেভেল-০৮ (নবম তলা)
৭-৮, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২০৫
ওয়েবসাইট : www.nhrc.org.bd, ই-মেইলা: info@nhrc.org.bd
পিএবিএক্স নং : ৫৫০১৩৭২৬-২৮
হটলাইন : ১৬১০৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

এ প্রকাশনাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে নিষ্পন্ন কার্যাবলির ওপর প্রস্তুতকৃত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২(০১) অনুচ্ছেদ অনুসারে কমিশন এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে দাখিল করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

সম্পাদনা পরিষদ

নাছিমা বেগম, এনডিসি	সভাপতি
ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
তৌফিকা করিম	সদস্য
চিংকিউ রোয়াজা	সদস্য
জেসমিন আরা বেগম	সদস্য
মিজানুর রহমান খান	সদস্য
ড. নমিতা হালদার, এনডিসি	সদস্য

সহযোগী সম্পাদক

ফারহানা সাঈদ

কপিরাইট

@ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd
ফোন ঃ ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd
হেল্পলাইন ঃ ১৬১০৮

ডিজাইন ও প্রিন্ট

ডিজিটাল ডিজাইন প্লাস
২৯৪, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা- ১২০৫
ফোন: ০১৭১১-১০৭৮৭৪
ই-মেইলঃ ddp.digital@gmail.com

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯
সূচিপত্র

চেয়ারম্যানের প্রাককথন ০৭-০৯
নাছিমা বেগম, এনডিসি

সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা
ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ১০

সম্পাদকীয়
ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১১

অধ্যায় ১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ পরিচিতি ১২-১৬
- ১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট ১৩
- ১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা ১৩
- ১.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এজেন্ডাসমূহ ১৪
- ১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ ১৫
- ১.৫ তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন ১৫
- ১.৬ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশলসমূহ ১৫-১৬

অধ্যায় ২: ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ১৭-২০

অধ্যায় ৩: অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা ২১-২৫
- ৩.১ অভিযোগের পরিসংখ্যান ২১-২২
- ৩.২ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ ২৩
- ৩.৩ উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম ২৪-২৫
- ৩.৪ উল্লেখযোগ্য কিছু স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ ২৫

অধ্যায় ৪: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৯ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ২৬-৩৬
- ৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে নবগঠিত কমিশনের সৌজন্য সাক্ষাৎ ২৬
- ৪.২ মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতি ২৭-২৮
- ৪.৩ ই- ফাইলিং পদ্ধতির উদ্বোধন ২৯
- ৪.৪ সেমিনার / ওয়ার্কশপ ২৯-৩৫
- ৪.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ৩৫
- ৪.৬ প্রকাশনা ৩৫
- ৪.৭ কমিশন সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ৩৬
- ৪.৮ গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৩৬

অধ্যায় ৫: কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা এবং আগামীর পথচলা ৩৭-৩৮

সংযুক্তি:
- ০১: আর্থিক প্রতিবেদন ৩৯-৪০
- ০২: সদস্যবৃন্দের তালিকা ৪১-৪৬
- ০৩: কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা ৪৭

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

চেয়ারম্যানের প্রাককথন

মানবাধিকার শাশ্বত এবং সর্বজনীন যা কোন দেশের সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল সুর হলো প্রতিটি মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার যা কেউ কেড়ে নিতে পারেনা ধর্ম, বর্ণ, নারী পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী যাই হউন না কেন, তিনি গ্রাম বা শহর বা বিশ্বেও যে প্রান্তেই বসবাস করেন না কেন মানুষ হিসেবে তার রয়েছে সমান অধিকার।

মানবাধিকার মূলত একদিকে যেমন জীবনের অধিকার স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, চলাফেরা করার অধিকার। অপরদিকে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান,শিক্ষা-স্বাস্থ্য সকল কিছুর অধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেখানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এছাড়া, সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে- "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা - যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"। কার্যত অধিকার ও দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক। অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে অধিকার প্রদানকারী এবং অধিকার ভোগকারী উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে । পক্ষগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার বাস্তব রূপ পায়না।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৫ম কমিশন গঠিত হবার পর নবগঠিত কমিশন ২০১৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। দায়িত্ব প্রহণের পরপরই নবগঠিত কমিশন পূর্বতন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সমন্বয়ে সভা করে তাদের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ জানার চেষ্টা করে। পূর্বতন কমিশন নবগঠিত কমিশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তাদের কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও নবগঠিত কমিশনকে অবহিত করেন। বর্তমান কমিশন পূর্বতন কমিশনের উত্তম চর্চাসমূহকে অব্যাহত রেখে কমিশনের কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবনের বিষয়ে একমত পোষণ করে। এছাড়াও, নবগঠিত কমিশন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও গণমাধ্যমের সাথে মতবিনিময় করে কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয় করে। কমিশন লক্ষ্য করেছে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবাধিকার সম্পর্কে এখনো আশানুরূপ জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়নি। ফলে, মানবাধিকার সম্পর্কে এর ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করাই হবে বর্তমান কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ। আমার বিশ্বাস নবগঠিত কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সমর্থ হবেন।

আমরা জানি, বর্তমান বিশ্বে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করাকে কমিশন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং চালু করেছি। এছাড়া, অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও একটি সমন্বিত অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও শীঘ্রই চালু করা হবে। বর্তমান কমিশন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৎপর রয়েছে।

২০১৯ সালের অক্টোবরে বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদকে শিবির সন্দেহে তারই সহপাঠীরা পিটিয়ে হত্যা করে- যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে কমিশন মনে করে। কমিশনের প্রথম সভায় এই হত্যাকান্ডের ঘটনা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। সভায় এই হত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিত ও প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে অনুযায়ী পত্র প্রেরণ করা হয়। মিরপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করেছি। পাশাপাশি, সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত পথচারী মহিলার বিচ্ছিন্ন ডান হাতের কনুই থেকে একটি কৃত্রিম হাত সংযোজন করে দেয়ার জন্য সিপিডির নির্বাহী পরিচালককে অনুরোধ জানালে তারা কমিশনের আহবানে সাড়া দিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আহত মহিলাকে পরীক্ষা করে তার হাত লাগিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও হামলার ঘটনা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আমি মনে করি, সামাজিক অস্থিরতা এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এ ধরণের ঘৃণ্য অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল। আমাদের দেশে নারীর প্রগতির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম নেওয়া হয়। অথচ কর্মস্থলে যাতায়াতসহ বিভিন্ন সময় নারীরা যৌন সহিংসতাসহ নানান অপকর্মের শিকার হচ্ছে। এতে নারীর ক্ষমতায়নে যেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে অন্যদিকে রাষ্ট্রের অর্জন ম্লান হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। এই অবস্থার নিরসন ও এধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্ত সম্পন্ন করে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কমিশন থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করার পাশাপাশি নারীর চলাচল নিরাপদ করার লক্ষ্যে গণপরিবহনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং পরিবহন মালিক সমিতিকে আহ্বান জানানো হয়। ইতোমধ্যে কমিশনের পত্রের আলোকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিআরটিএ এবং বিআরটিসিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপনে কমিশন বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু আজীবন মানবাধিকারের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। সেই সত্যটি মাথায় রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মুজিববর্ষের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছে- "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার"। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মানবিক বঙ্গবন্ধু এবং মানবাধিকারকে তৃণ মূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত পরিচিত করার লক্ষ্য নিয়ে "বঙ্গবন্ধু এবং মানবাধিকার" বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে কমিশন। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী দের অংশগ্রহণে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হবে বলে মনে করছি। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে আগামী বছর মানবাধিকার দিবসে একটি গ্র্যান্ড র‍্যালির আয়োজন এবং "বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় দর্শন ও মানবাধিকার" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করা হবে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য ঢাকা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে কমিশন এসংক্রান্ত থিমেটিক কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সভা সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সড়ক, ফুটপাথ ও গণপরিবহনে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০০৯ সালে এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু "Global Alliance For National Human Rights Institutions (GANHRI)" থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে "বি স্ট্যাটাস" দেয়া হয়েছে। সংস্থাটির মতে, প্যারিস নীতিমালার কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্তাদি পূরণে কমিশনের এখনো ঘাটতি থাকায় কমিশনকে "এ স্ট্যাটাস" দেয়া হচ্ছে না। কার্যত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠাকালীন ২০০৯ সালের আইনেই এই ঘাটতি রয়েছে। এর দায় কোনক্রমেই চলমান কমিশনের উপর বর্তায় না। এছাড়া আইন সংশোধন একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ, অন্যদিকে শুধু কমিশনের একার আগ্রহের উপরেও এর সংশোধন নির্ভর করেনা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের তিন তিনবারের সদস্য রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রের মানবাধিকার কমিশন 'সর্বোচ্চ' মর্যাদা পাবেনা-শুধুমাত্র আইনের কয়েকটি ধারা সংশোধন না করার কারণে এটি দুঃখজনক। প্রায় একইরকম আইন হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মানবাধিকার কমিশনকে "এ স্ট্যাটাস" আর বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে "বি স্ট্যাটাস" দেয়াকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্যমূলক বলেই আমরা মনে করি। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি আইনে অনেক ভালো কিছু

উচিত। যেমন-বর্তমান কমিশন তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং করতে যাচ্ছে। এর উপর ভিত্তি করেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্ট্যাটাস নির্ণয় করা সমীচীন বলে মনে করি।

অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন কমিশনের কোন নিজস্ব স্থায়ী ভবন নাই। কমিশনের চলমান কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে একটি নিজস্ব ভবন অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে সরকারের সাথে কমিশনের সদস্যগণ আলোচনা করেছেন এবং সরকারের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। কমিশনের বর্তমান জনবল মাত্র ৪৮ জন। খুব শীঘ্রই আরো ৪০ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। এছাড়া কমিশনের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমানে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজে এক ধরণের অস্থিরতা ও অনাচার তৈরির ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এর নিরসনে কমিশন একটি থিমেটিক কমিটি গঠন করে মূল্যবোধ জাগ্রত করার কাজ করছে।

২০১৯ সালে মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা"। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পর এবারই প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিশনের আয়াজনে মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন। "মানবাধিকার সুরক্ষায় আমরা" এই প্রত্যয়ের সঙ্গে দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে তিনি আমাদের আগামী প্রজন্ম তারুণ্যকে সঙ্গে নিয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই কমিশন কাজ করছে। কমিশন খুব শীঘ্রই উপজেলা পর্যায়ে সকল স্কুলের স্টুডেন্ট কেবিনেটে নির্বাচিত নবম-দশম শ্রেণির প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সুরক্ষার দূত হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

আমি বিশ্বাস করি, মানবিক মূল্যবোধ সৃজনের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সকলের মাঝে মানবাধিকার সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতে একমনে একযোগে কাজ করে এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পাশাপাশি মানবিক বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে পরিচিত করতে সক্ষম হবো। তারুণ্যকে সাথে নিয়ে মানবাধিকার সুরক্ষার অভিযাত্রায় আমাদের প্রত্যয়-

মানবাধিকার সুরক্ষায় জাগছে তরুণ দল
থাকবেনা আর কেউ পেছনে, বাড়ছে মনের বল
চল চল চল, অধিকারের যাত্রাপথে একসাথে সব চল।

মানবাধিকার সার্বজনীন, সবার জানা চাই
জন্ম থেকেই মর্যাদায় বড় হতে চাই
মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার আছে ভাই
ভিন্নমতে আঘাত করার অধিকার যে নাই
মানবাধিকার সবার সমান, সবাই মিলে বল।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সমাজ নষ্ট হয়
জীবন চলার ভিত্তিটা পরিবারেই হয়
মাদক-সন্ত্রাস-দুর্নীতিকে না বলা চাই
পারিবারিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোল ভাই
মানবাধিকার সবার সমান, সবাই মিলে বল।

নাছিমা বেগম, এনডিসি

সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২ (০১) অনুচ্ছেদ অনুসারে ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে আমরা আনন্দিত। এবছর কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবগঠিত কমিশনের সদস্যদের মানবাধিকার সুরক্ষায় পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হয়ে আরও বৃহৎ পরিসরে মানবাধিকার সুরক্ষায় অবদান রাখতে পারব।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনস্বরূপ মানবাধিকার সংক্রান্ত ০৯ টি কনভেনশনের মধ্যে ০৮ টি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"। এই লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নতুন সদস্য হিসেবে আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই পূর্বতন কমিশনের সাথে মতবিনিময় করি যার উদ্দেশ্য ছিল- পূর্বের কমিশন কাজ করার ক্ষেত্রে কি কি সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং তাদের কাজের অগ্রাধিকার কি ছিল এবং যেসব চলমান কাজ তারা পূরণ করে যেতে পারেনি সেগুলো সম্পর্কে জানা।

এবছরও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে কমিশন সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে। এক্ষেত্রে বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ড, মিরপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতা বিশেষত ধর্ষণের ঘটনাসমূহ উদ্বেগজনক ছিল। কমিশন এধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের সুপারিশ জানিয়ে নিয়মিত পত্র প্রেরণ করে থাকে।

দাপ্তরিক কাজ আরও দ্রুত এবং সহজে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৯ সালে আমরা কমিশনে ই- ফাইলিং চালু করি। একটি সমন্বিত অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা বিশ্বাস করি, তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করবে।

পরিশেষে, আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনকে তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

সম্পাদকীয়

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা করতে পেরে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদনটি ২০১৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে রচিত। বিগত তিন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে এবছরের প্রতিবেদন সম্পাদনা করতে পেরেছি। মাননীয় চেয়ারম্যান এবং মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্যের দিকনির্দেশনা এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে। অধিকন্তু, মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট থেকে এই প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়ে আমি যে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি তা আমার আরব্ধ কাজকে আরও সহজ এবং গতিশীল করেছে।

প্রতিবেদনের সার্বিক কাঠামো রচনায় পূর্ববর্তী বছরগুলোর অবয়ব-কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম (কমিশনের পরিচিতি) এবং পঞ্চম (প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়) অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন সাধন করা হয়নি যেহেতু কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং কার্যাবলী অপরিবর্তনীয় এবং কমিশনের অনেক প্রতিবন্ধকতাই এখনও রয়ে গেছে। তবে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নতুন এবং উক্ত অধ্যায়সমূহই ২০১৯ সালের কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর প্রতিফলন। অনেকেরই বিশেষত মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকগণের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনের মতামত জানার আগ্রহ বেশি থাকে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ২০১৯ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার একটি বিস্তারিত প্রতিফলন রয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২০১৯ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ দেন। ফলে, বছরের ০৬ মাস পূর্বতন চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কমিশন পরিচালনা করেন, প্রায় দুইমাস কমিশন শুন্য থাকে এবং তিন মাস নবগঠিত কমিশন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রতিবেদনে দুই কমিশনের মেয়াদকালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের চিত্র রয়েছে।

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ ২০১৯ সালেও চলমান ছিল। জনবলের স্বল্পতা সত্ত্বেও সারা দেশের মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশন বরাবরের মতই সোচ্চার ছিল। তবে ০২ মাস কমিশন শুন্য থাকায় কম সংখ্যক অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে, যা নতুন কমিশন যোগদান করার পর থেকে গতি পেয়েছে।

প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করায় আমি মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য এবং মাননীয় অবৈতনিক সদস্যেগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্যসমূহ প্রাপ্তিতে আমাকে আমার সহকর্মীগণ সহযোগিতা করায় তাদের সকলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই কমিশনের সদ্য বিদায়ী সচিব হিরন্ময় বাড়ৈ মহোদয়কে, যার তত্ত্বাবধানে আমি গত তিন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছি, যা এবিষয়ক দক্ষতা অর্জনে আমার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

আমি আশা করি, প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশিত তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে এবং সকল সীমাবদ্ধতা ত্রুটি বিচ্যুতি বিবেচনায় নিয়েই পাঠক এবং ব্যবহারকারীগণ একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রণয়নে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকেই মূল্যায়ন করবেন।

ফারহানা সাঈদ

অধ্যায়: ১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

আমাদের প্রিয় স্বদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকারের সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। আর এগুলোর সমষ্টিই হল মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০ টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এছাড়াও, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে'। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যদিও মানবাধিকারের ধারণা ও আদর্শ ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের সংবিধানে সঠিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও দেশে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট দীর্ঘ একটি সময় লেগে গিয়েছিল।

বর্তমান সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সনে তাদের যুগান্তকারি রাজনৈতিক উত্থানের পর দেশে একটি মানবাধিকারের পরিবেশ সৃষ্টি এবং পূর্বসূরিদের অনুসৃত বিচারহীনতার সংস্কৃতি তিরোহিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন। জাতীয় নির্বাচনে কষ্টার্জিত গৌরবময় বিজয় অর্জনের পর নতুন সরকারকে অসংখ্য কর্মোদ্যোগ গ্রহণের ভার বহন করতে হয়েছে। সেগুলো ছিল গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা, প্রশাসন যন্ত্র ও কর্ম-পদ্ধতিসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের পরিমার্জন ও পুনর্গঠন। এছাড়াও, সরকার সমাজে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকারের সংস্কৃতি বিনির্মানে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে, একটি কমিশন গঠনের জন্য ১৯৯৮ সনে ইউএনডিপির সহায়তায় একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কমিশন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষমান ও বিবেচনাধীন থাকে। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ জারীর মাধ্যমে একটি কমিশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১ ডিসেম্বর ২০০৮ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন কার্যারম্ভ করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ পূর্ণ অবয়বে সৃষ্ট হয়। আইনটির দ্বারা বলীয়ান হয়ে ২০১০ সালের জুন মাসে কমিশন পূর্ণশক্তিতে কার্যারম্ভ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত দু'মেয়াদে কাজ করে। চতুর্থ কমিশন আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। বর্তমান কমিশন হচ্ছে পঞ্চম কমিশন যেটি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ যাত্রা শুরু করে। এ কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও ৫ জন অবৈতনিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনি ক্ষমতাবলেই দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। কমিশনকে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনি কাঠামো, মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কনভেনশনসমূহ ইত্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রচুরসংখ্যক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সেকারণেই কমিশনের ম্যান্ডেট অনেক ব্যাপক। কমিশনের প্রধান ম্যান্ডেটগুলো নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়ঃ

মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি	মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ	ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিগ্রস্থদের পরামর্শ সেবা ও আইনি সহায়তা প্রদান	মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা
গবেষণা ও প্রকাশনা	মানবাধিকার বিষয়ে সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রদান	মানবাধিকার বিষয়ক আইন সংস্কার	আন্তর্জাতিক সমন্বয় অংশগ্রহণ, রিপোর্টিং

১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা

নজরদারি ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বাগ্রে তার নজরদারি ভূমিকায় অবতীর্ণ। কমিশনের প্রধান কাজই হচ্ছে মানবাধিকার লংঘনের ওপর দৃষ্টি রাখা এবং দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এর ওপর গবেষণা করা।

অ্যাডভোকেসি ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাডভোকেসিতে লিপ্ত হয় যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকার ও কর্তব্য সম্পাদনকারিদের ওপর চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করা। কমিশন কর্তৃক সরকারের প্রতি সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রেরণ এবং দেশের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট পরিস্থিতি তুলে ধরা, ব্যাখ্যা করা তথা সাহায্য সহযোগিতার আহবান জানানোও অ্যাডভোকেসির পর্যায়ে পড়ে।

অনুঘটকের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ইস্যুতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একক প্রচেষ্টায় অথবা অংশীজনদের সাথে যৌথভাবে প্রভাব বিস্তারকারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অগ্রনায়কের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইনসমূহ পরিচালনায় অগ্রণি ভূমিকা পালন করে; নতুন ধারণা ও চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটায়, বিশেষ বিষয়ে ও সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি সর্বসমক্ষে তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশন সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক বা আলোচনাকে প্রধান্য দিয়ে আলোয় নিয়ে আসা এবং মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাউন্টারপার্ট বা আগন্তুকদের সাথে মত বিনিময় করে।

সেতুবন্ধ রচনাকারীর ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বহু স্টেকহোল্ডারদের জন্যই একটি সাধারণ মঞ্চ হিসাবে কাজ করে। কমিশন অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনকেই মানবাধিকার ইস্যুতে একত্রে এক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং এনজিও এবং সুশীল সমাজের সাথে সরকারের একটি সেতুবন্ধ তৈরী করে দেয় যাতে যৌথভাবে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়।

সমন্বয়কারীর ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের দাবী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, আইন ও কনভেনশনের সাথে সমন্বয় করে আইনের সংস্কার বা নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় আইন সংস্কারে এগিয়ে আসে এবং বিভিন্ন সময়ে আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর, ভিএডাব্লিউ, সিডো- এগুলোর নতুন অগ্রগতি বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে।

পরিদর্শকের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লংঘনের পেছনের মূল কারণ উদঘাটন এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রায়শ:ই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে। কমিশন নিয়মিত জেলখানা, কিশোর অপরাধ কেন্দ্র সেইফহোম, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদিসহ মানবাধিকার বিরোধী অপরাধ সংঘটনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মুখপত্রের ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠ। কমিশন মানবাধিকার ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট দাবী পূরণে প্রয়োজনে আন্দোলন রচনায় এগিয়ে আসতে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করে। মানবাধিকার ইস্যুতে কোন বিশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সরকার বরাবরে গঠনমূলক সুপারিশ করে। সময়ের দাবী অনুযায়ী আরদ্ধ কাজে বিভিন্ন অংশীজন, মিডিয়া এবং সরকারকেও সম্পৃক্ত করে।

সহযোগীর ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য বিভিন্ন এনজিও, সিএসও, সিবিও-দের সাথে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কমিশন এমওইউ স্বাক্ষর করে।

সর্বশেষ আশ্রয়দাতার ভূমিকাঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রায়শ:ই সর্বশেষ আশ্রয়দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দরিদ্র এবং ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের জন্য কমিশন বিচার অন্বেষনের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত হতেই পারে। কমিশন জনগণের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করায় সদা সচেষ্ট। জাহালম ও বাদল ফারাজীর মামলা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে এবং তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্মরণাপন্ন হয়েছে বিচার প্রাপ্তির শেষ ভরসা হিসাবে।

১.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এজেন্ডাসমূহ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান কমিশন বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে। নিম্নে প্রধান প্রধান এজেন্ডার বিবরণ দেওয়া হলঃ

- দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্য, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার ইত্যাদি প্রতিরোধ ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা)
- শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার, শিশুশ্রম, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া ইত্যাদি প্রতিরোধ)
- প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও নিরঙ্কুশ সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (বৈষম্য দূরীকরণ)
- ধর্মীয় ও নৃ-গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ (ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ (ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ)
- রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ (অ্যাডভোকেসি)
- সহিংসতা ও চরমপন্থা মোকাবেলা (অ্যাডভোকেসি)

- মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা এবং পাচার মোকাবেলা (অ্যাডভোকেসি)
- অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়ন (অ্যাডভোকেসি)
- আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি (হয়রানি, নির্যাতন, হেফাজতে নির্যাতন ইত্যাদি)
- জলবায়ু পরিবর্তন, মানব-সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানবাধিকার লংঘনে ভূমিকা রাখে তার মোকাবেলা (অ্যাডভোকেসি)
- কর্পোরেট ও ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা, কর্মীর অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি)
- বয়োবৃদ্ধদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি
- তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর স্টুডেন্ট কেবিনেট

এবং সততা সংঘের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন। ক্লাবের সদস্যগণ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এ্যম্বাসেডর হিসেবে কাজ করবে।

১.৪ বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ

- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আইন, চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক কমিটি
- শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটি
- ব্যাবসা ও মানবাধিকার এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ক কমিটি
- জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি
- প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- মানবিক মূল্যবোধ সমন্নত করার লক্ষ্যে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কমিটি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি
- প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটি
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি

১.৫ তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন

তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর স্টুডেন্ট কেবিনেট এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সততা সংঘের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ক্লাবের সদস্যগণ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এম্বাসেডর হিসেবে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে দুদক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।

১.৬ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশলসমূহ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কর্ম সম্পাদনের জন্য নিজস্ব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুসরণ করছে; একটি বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা যাকে এখন বাৎসরিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) নামে অভিহিত করা হয়েছে তাতে অন্তর্ভূক্ত কাজগুলো নির্দিষ্ট অর্থ বছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সম্পাদনের জন্য পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়। কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং সমসাময়িক মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সময়ের দাবী অনুযায়ী কমিশন যে কাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করে সেগুলোই বাৎসরিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কমিশনের কার্যাবলী নিম্নে লিখিতগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে কিন্তু সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ঃ

- মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করা (মিডিয়া রিপোর্ট, বৈশ্বিক তুলনামূলক গবেষণা, আর্ন্তজাতিক প্রতিবেদন ইউপিআর প্রতিবেদন নাগরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে);
- দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;
- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনী কর্তৃক হয়রানি, অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো;
- মানবাধিকার লংঘিত হওয়ার কারণে যেসব অভিযোগ কমিশনে দায়ের হয় সেগুলোর ওপর আইনি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা;
- যেসকল ক্ষেত্রে মানবধিকার লংঘনের ঘটনা কমিশনের কাছে গুরুতর মনে হয় সেগুলোর ওপর স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- কোন কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ হয়ে কাজ করা বা প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করা;
- ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমঝোতা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;
- দরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্থ ও ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা প্রদান করা (আইনি সেবা সম্প্রসারনের জন্য সারা দেশে প্রতিটি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে);
- জেলখানা, সেইফহোম, কিশোর অপরাধ শোধনাগার, শিশু যত্ন কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিসহ কর্পোরেট
- অফিস ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা;
- মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ ও নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন দাখিল করা;
- জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা:
- সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও-সহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং সরকারের সাথে তাদের সেতুবন্ধ তৈরীতে ভূমিকা রাখা;
- কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করা;
- ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) এ অংশ গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া যাতে সরকার আন্তর্জাতিক
- মানবাধিকার পরিস্থিতির সাথে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে;
  মানবাধিকার বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রচারনা (ডকুমেন্টারি, নিউজলেটার, বিশেষ প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি)
- মানবাধিকার ইস্যুতে আইন, নীতিমালা ইত্যাদির পর্যালোচনা, সংস্কার, নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং সে-উপলক্ষ্যে পরামর্শ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ (কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যেই বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া তৈরী করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে)
- তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির স্টুডেন্ট কেবিনেট এবং সততা সংঘের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠনের লক্ষ্যে দুদক ও শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ইত্যাদি।

অধ্যায়: ২

২০১৯ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

২০১৯ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার সমতা প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৪৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে টানা পঞ্চম বারের মতো এ অঞ্চলের সেরা অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ প্রায় ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে এনেছে।[১] চারটি উপসূচকের মধ্যে বাংলাদেশ রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। একজন নারী হিসেবে দীর্ঘসময় ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার কারণে এ সূচকে বাংলাদেশ এবার বিশ্বসেরা। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে "চ্যাম্পিয়ন ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড" দিয়েছে ইউনিসেফ এ বছর তৃতীয়বারের মত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। এগুলোই বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অগ্রগতি এবং এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করছে যদিও রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এই অধ্যায়ে ২০১৯ সালের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল।

২.১ রোহিঙ্গা সংকট

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গাম্বিয়া কর্তৃক ২০১৯ সালের নভেম্বরে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়েরকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বাগত জানায়। ২০১৭ সনের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সর্বশেষ বিশাল অনুপ্রবেশের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের কক্সবাজারে অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে এখন প্রায় এগারো লক্ষ্যের বেশী রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থী অবস্থান করছে। বাংলাদেশ সরকার সমস্যাটিকে বরাবরই উদারভাবে গ্রহণ করেছে। আশ্রয়-প্রার্থীদের খাদ্য, আশ্রয় এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবিক ও দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন নীতি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের জন্য দুটো আর্ন্তজাতিক পুরষ্কার লাভ করেছেন-একটি হচ্ছে, "দি আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল এ্যাচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড" এবং অন্যটি হচ্ছে "২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংকশন এ্যাওয়ার্ড ফর লিডারশীপ"। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মানবাধিকার দিবস ২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধান ও তাদেরকে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার তিনি আহ্বান জানান তিনি।

প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগণ বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার কারণে স্থানীয় জনগণের ওপর এবং ভৌত-কাঠামো, পরিসেবা ও সুযোগ সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিপুল চাপ সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্থানীয় জনগণের অধিকার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট চরম অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ক্রমান্বয়েই অবনতিশীল হওয়ার হুমকি রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারি লোকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে সমগ্র এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর হুমকির সৃষ্টি হয়। বর্তমানেও এ অবস্থার উত্তরণ ঘটেনি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারকে যতশীঘ্র সম্ভব রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে শক্ত কুটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানাচ্ছে।

---

১ গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৯

২.২ নিখোঁজ

মিডিয়ার খবর অনুযায়ী ২০১৯ সালেও কতিপয় মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তিগণ ফিরে আসলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হল;

- স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের কন্যা সৈয়দা ইয়াসমিনের পুত্র এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের ছাত্র সৌরভ গত ৯ই জুন ২০১৯ তারিখ নিখোঁজ হয়। সৌরভের পরিবার অভিযোগ করে যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সৌরভকে তুলে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে তাকে পাওয়া যায়।[২]

- ৪৬৭ দিন নিখোঁজ থাকার পর ১৬ মার্চ ২০১৯ সালে ফিরে আসেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম মারুফ জামান।[৩]

- এ বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা মাইকেল চাকমা নিখোঁজের ঘটনা জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। ৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ ঢাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে জোরপূর্বক তুলে নেয়া হয়।

কমিশন মনে করে এ ধরণের নিখোঁজের ঘটনা মানবাধিকার চরম লঙ্ঘন। নিখোঁজের ঘটনা যাতে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে সে বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে।

২.৩ বিচার-বর্হিভূত হত্যাকান্ড

মাদক, সন্ত্রাস, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের শূন্য সহিষ্ণু নীতিকে কমিশন স্বাগত জানায়। তবে মাদক-বিরোধী অভিযানকালে বন্দুক-যুদ্ধে অভিযুক্ত মাদক চোরাকারবারিদের মৃত্যুর ঘটনা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জখম হওয়া সাড়া দেশব্যাপী তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হল-

- ২০১৯ সালের নভেম্বরে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত ২ জন ব্যক্তি সাতক্ষীরায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়।[৪]

- ২০১৯ সালের জুনে মাদক সংক্রান্ত ১৬টি মামলায় অভিযুক্ত একজন ব্যক্তি ঢাকার উত্তরখান এলাকায় অভিযান চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়।[৫]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিশ্বাস করে যে, বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ড মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বর্তমান সরকারের প্রশংসনীয় অর্জন সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কতিপয় সদস্যের দ্বারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটনের কথিত অভিযোগ সরকারের জন্য ইমেজ সংকটের সৃষ্টি করেছে। ২০১৮ সালে মাদক বিরোধী অভিযানের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি গাইডলাইন পাঠানো হয় এবং মাদক বিরোদী অভিযানের সময় এটি অনুসরণ করতে বলা হয়। সেপ্টেম্বরে ২০১৯ এ নতুন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ৬ নভেম্বর তারিখ উক্ত গাইড লাইনটি পুনঃপ্রেরণ করা হয়। কমিশন বিশ্বাস করে কমিশন প্রদত্ত গাইডলাইনটি অনুসৃত হলে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটবে।

---

[২] Sohel Taj's nephew rescued, Prothom Alo, 20 June 19, https://en.prothomalo.com/bangladesh/news/197612/Sohel-Taj%E2%80%99s-nephew-rescued

[৩] Ex-ambassador Maroof Zaman returns after 467-day disappearance, New Age, 17 March 2019, http://www.newagebd.net/article/67556/ex-ambassador-maroof-zaman-returns-after-467-daydisappearance

[৪] Two armed robbery suspects killed in Satkhira 'shootout', bdnews24.com, 30 November 2019, https://bdnews24.com/bangladesh/2019/11/30/two-armed-robbery-suspects-killed-insatkhira-shootout

[৫] Drug suspect killed in anti-narcotics drive in Dhaka, bdnews24.com, 09 July 2019, https://bdnews24.com/bangladesh/2019/07/09/drug-suspect-killed-in-anti-narcotics-drivein-dhaka

২.৪ মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাংলাদেশ সাংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রতি সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ছাত্রলীগ এর সদস্য ও সহপাঠীদের দ্বারা বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদের হত্যাকান্ড দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে । আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ড মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলে। একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হয় যার ফলে সারা দেশ এই হত্যাকান্ডেরতীব্র প্রতিবাদ জানায়। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী কর্তৃক এই ঘটনার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদানকে কমিশন স্বাগত জানায়। শুধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয় একজন মা হিসেবে হত্যার বিচার করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।[৬] এই মামলার প্রায় সকল আসামিকে দ্রুত গ্রেফতার করা হয় এবং বিচার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে ভোলায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ঘটে।[৭] এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিশন বিশ্বাস করে যে, অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকার প্রদানকারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি অধিকার ভোগকারীরও দায়িত্ব রয়েছে। উভয়পক্ষের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার বাস্তব রূপ পায় না। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে অন্যের ওপর অনৈতিক আঘাত না করার বিষয়ে সকলের সতর্ক থাকা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

২.৫ নারীর অধিকার

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে "লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইম্যান এমপাওয়ারমেন্ট এ্যাওয়ার্ড"-এ ভূষিত করা হয়। কিন্তু অন্যান্য বছরের ন্যায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সংখ্যা এ বছরও উদ্বেগজনক ছিল। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফেনী মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাতের প্রতি যৌন নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কমিশনসহ বিভিন্ন সংস্থা এই হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানায়। ২৭ মে ২০১৯ তারিখে যৌন হয়রানির মামলা তুলে নিতে অস্বীকার করায় ৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ সোনাগাজী ইসলামীয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষার্থী ১৮ বছর বয়সী নুসরাত জাহান রাফিকে প্রকাশ্য দিবালোকে মাদ্রাসার ছাদে উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজউদদৌলার অনুসারীরা গায়ে আগুন লাগিয়ে হত্যা করে। সিরাজউদদৌলাসহ এই মামলার ১৬ জন আসামীর মৃত্যু দন্ডের রায়কে কমিশন স্বাগত জানায়।[৮] কমিশন এই রায়কে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাইলস্টোন মনে করে।

কমিশন মনে করে, ধর্ষণ আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এখন মানুষ সচেতন হয়েছে বলে সংবাদগুলো বেশি প্রকাশিত হয়। আগে মানুষ ধর্ষণের ঘটনা চেপে যেত লোকলজ্জার ভয়ে। ঘটনাটি জানান দিতে চাইত না। আজকে পিতা ধর্ষণের শিকার মেয়ের পক্ষে অভিযোগ দায়ের করে, পাশে দাঁড়ায়। স্বামী তার ধর্ষণের শিকার স্ত্রীর পক্ষে মামলা লড়ে। এই যে সামাজিক সচেতনতা, এটি আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। কিন্ত এতে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকার সময় কার্যত এখন আর নেই। যেভাবে ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে, তা এখন ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটা না একটা উপায় জরুরিভাবে বের করা উচিৎ। ঘরের ভেতরে ও বাইরে যৌন নিপীড়কদের হাত থেকে নারী নিরাপদ থাকুক কমিশন এটাই প্রত্যাশা করে।

২.৬ শিশু অধিকার

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। শিশু অধিকার সুরক্ষায় সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম থাকলেও অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শিশুর প্রতি নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাকান্ডের ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক। ২০১৯ সালের ১৪ অক্টোবর সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার কেজাউরা গ্রামে

---

[৬] PM to judge Abrar's murder as a mother, Daily Sun, 09 October 2019, https://www.dailysun.com/post/429932/PM-to-judge-Abrars-murder-as-a-moth

[৭] Facebook account at the heart of violence in Bhola was hacked, say police, 20 October 2019, https://bdnews24.com/bangladesh/2019/10/20/facebook-account-at-the-heart-of-violence-inbhola-was-hacked-say-police

[৮] Nusrat murder: Ex-madrasa principal, 15 others get death, The Daily Star, 24 October 2019, https://www.thedailystar.net/country/nusrat-rafi-murder-ex-madrasa-principal-15-othersget-death-1818127

বাড়ির পাশের একটি গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় ০৬ বছরের শিশু তুহিনের রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়। তুহিনের গলা, দুই কান ও যৌনাঙ্গ কাটা ছিল। পেটে বিদ্ধ ছিল দুটি ছুরি। প্রতিবেশীকে ফাঁসাতে শিশুটির বাবা ও চাচা এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বিজ্ঞ আদালত আসামীদের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন।[৯] কমিশন মনে করে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এ ধরণের ঘৃণ্য অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। শিশু নির্যাতনকারী সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক বলে মনে করে কমিশন।

২.৭ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার

প্রতিবন্ধী, হিজড়া, দলিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে কমিশন তার মূল্যায়ন করে। সরকার কর্তৃক হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ভোটাধিকার প্রদানে অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে।[১০] তারপরও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়নি। এ সকল জনগোষ্ঠী ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ভোটারের তালিকায় হিজড়াদের হিজড়া লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় কমিশন সরকারের প্রশংসা করে। আগে হিজড়ারা নারী অথবা পুরুষ হিসেবে ভোট দিতে পারতেন। কিন্তু এখন থেকে হিজড়ারা নিজেদের পরিচয়ে ভোট দিতে পারবেন।[১১] ঝিনাইদহের কোচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন হিজড়া সাদিয়া আক্তার পিংকি।[১২]

এ প্রসঙ্গে ০১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ ফরিদপুরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। কমিশন বিশ্বাস করে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার এবং তাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের এখনই সময়।

২.৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত না করে কোনো টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে কমিশন মনে করে। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় আনার ঘোষণাকে কমিশন স্বাগত জানায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আইডিকার্ড দিছেন প্রতিবন্ধি কোটায় চাকরির সুযোগ পাবে মর্মে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারী করা হয় এই বছর।[১৩] প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এখনো নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও, ২০২০ সালে মুজিববর্ষকে কেন্দ্র করে সকল রাস্তা, গণপরিবহণ এবং অবকাঠামোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন এবং ব্র্যাক এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

---

[৯]Tuhin murder: Father, uncle get death penalty, Dhaka Tribune, 16 March 2020, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2020/03/16/tuhin-murder-father-uncle-getdeath-penalty

[১০]Govt plans to widen social safety net, 13 June 2019, https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-budget-2019-20/news/govt-plans-widensocial-safety-net-1756513

[১১]Transgender community in Bangladesh finally granted full voting rights, The Telegraph, 29 April 2019, https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/transgendercommunity-bangladesh-finally-granted-full-voting/

[১২]Transgender woman becomes vice-chairman in Jhenaidah, bdnews24.com, 15 October 2019, https://bdnews24.com/people/2019/10/15/transgender-woman-becomes-vice-chairman-injhenaidah

[১৩]https://www.jagonews24.com/national/news/518581

অধ্যায়: ৩

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

৩.১ অভিযোগের পরিসংখ্যান

ক্রম	অভিযোগের ধরণ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন	সর্বমোট
১.	নিখোঁজ	০৩	১৩	০২	১৮
২.	বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড	০১	০৯	০১	১১
৩.	হেফাজতে মৃত্যু	০১	০৭		০৮
৪.	হেফাজতে নির্যাতন		০৮		০৮
৫.	বিনা বিচারে আটক		০১		০১
৬.	আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ	১২	০৭	১২	৩১
৭.	মিথ্যা মামলার অভিযোগ	৩১		১৯	৫০
৮.	অপহরণ	০৩	০২		০৫
৯.	হত্যা	১৫	০৪	০৬	২৫
১০.	ধর্ষণ	০৬	০৫	০২	১৩
১১.	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	০২	০১	০৩	০৬
১২.	যৌন নির্যাতন	০৬	০৪		১০
১৩.	গৃহে নির্যাতন	০৭	০১		০৮
১৪.	নারীর প্রতি সহিংসতা	০১	০৩	০২	০৬
১৫.	দাম্পত্য কলহ (তালাক, ভরণপোষণ ইত্যাদি)	৪৭		৩১	৭৮
১৬.	শিশু হত্যা	০২	০২		০৪
১৭.	শিশু ধর্ষণ	০১	০৩		০৪
১৮.	শিশু নির্যাতন	০২	০১		০৩
১৯.	বাল্য বিবাহ	০২	০১	০২	০৫
২০.	গৃহকর্মীর ওপর নির্যাতন	০২			০২
২১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন	০২	২১	০৬	২৯
২২.	সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন	০৩	০২		০৫
২৩.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকার	০২	০১	০২	০৫
২৪.	বাক/চলাচলের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ	০৫		০৩	০৮
২৫.	নিরাপত্তার হুমকি	১৫	০২	১১	২৮
২৬.	চাকরি/বেতন- ভাতা /ইউনিয়ন/কর্ম পরিবেশ সম্পর্কিত অভিযোগ	৩৫	০৪	২৮	৬৭
২৭.	ভূমি সম্পর্কিত অভিযোগ	৩৮	০৬	৩০	৭৪
২৮.	হাসপাতাল/ চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত অভিযোগ	০৪	০১	০৫	১০
২৯.	ভাতা	০২		০২	০৪
৩০.	আত্মহত্যা		০২		০২
৩১.	প্রবীণদের ওপর নির্যাতন		০২		০২
৩২.	প্রবাসী শ্রমিক	০৫	০৫	০৩	১৩
৩৩.	মানব পাচার	০২		০১	০৩

৩৪.	আইনি সহায়তা	১২	০১	০৬	১৯
৩৫.	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব	১৬	০১	০৫	২২
৩৬.	প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার	০২	০৩		০৫
৩৭.	সম্পত্তি সম্পর্কিত অভিযোগ	০৫	০২	০৭	১৪
৩৮.	পরিবেশ সম্পর্কিত	০৩	০১	০২	০৬
৩৯.	দুর্নীতি	৩১	০১	১০	৪২
৪০.	বৈষম্য	০১		০১	০২
৪১.	আর্থিক বিষয়াদি	১৪		০৮	২২
৪২.	অন্যান্য	৮৯	০৭	৪৪	১৪০
	সর্বমোট=	৪২৯	১৩৫	২৫৪	৮১৮

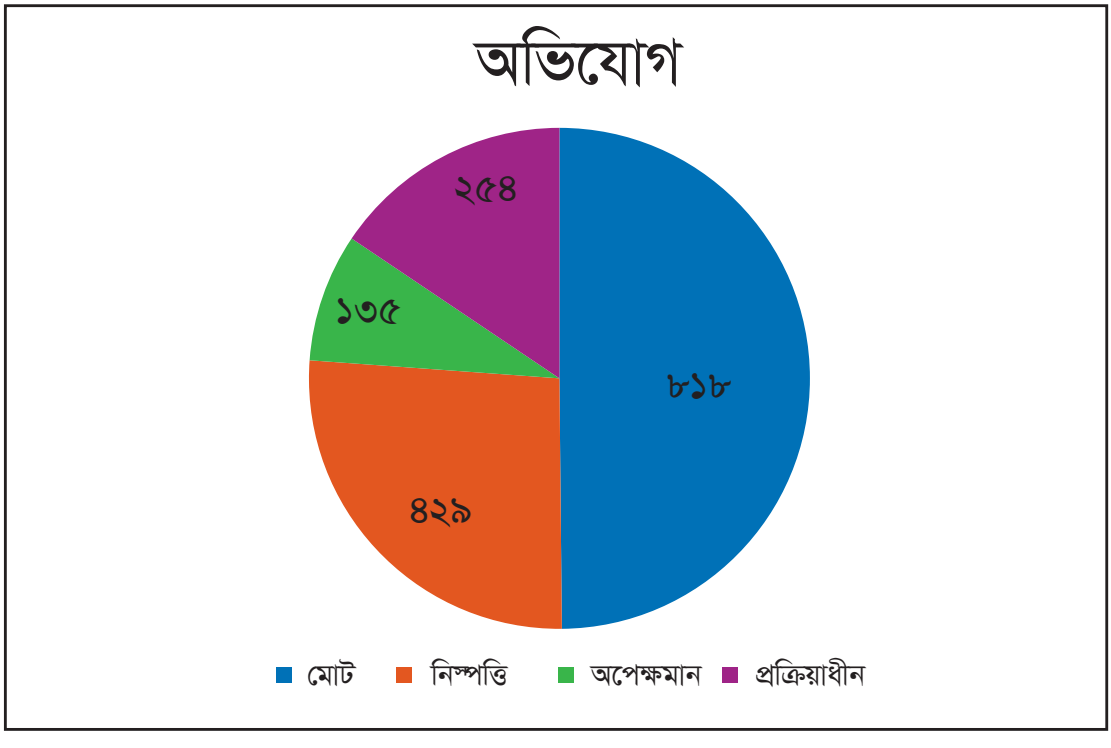

৩.২ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ

ক্রম	অভিযোগের ধরণ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন
১.	নিখোঁজ	০১	০১	০২
২.	বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড	০১	০৩	০৪
৩.	হেফাজতে মৃত্যু		০২	০২
৪.	হেফাজতে নির্যাতন		০১	০১
৫.	বিনা বিচারে আটক		০১	০১
৬.	আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ		০২	০২
৭.	মিথ্যা মামলার অভিযোগ			
৮.	অপহরণ			
৯.	হত্যা	০১	০৪	০৫
১০.	ধর্ষণ	০২	০৬	০৮
১১.	যৌতুকের জন্য নির্যাতন			
১২.	যৌন নির্যাতন	০২		০২
১৩.	গৃহে নির্যাতন		০১	০১
১৪.	নারীর প্রতি সহিংসতা		০৩	০৩
১৫.	দাম্পত্য কলহ (তালাক, ভরণপোষণ ইত্যাদি)			
১৬.	শিশু হত্যা	০১	০২	০৩
১৭.	শিশু ধর্ষণ		০১	০১
১৮.	শিশু নির্যাতন	০২		০২
১৯.	বাল্য বিবাহ			
২০.	গৃহকর্মীর ওপর নির্যাতন			
২১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন		০৬	০৬
২২.	সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন	০২		০২
২৩.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকার			
২৪.	বাক/চলাচলের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ			
২৫.	নিরাপত্তার হুমকি			
২৬.	চাকরি/বেতন- ভাতা /ইউনিয়ন/কর্ম পরিবেশ সম্পর্কিত অভিযোগ		০১	০১
২৭.	ভূমি সম্পর্কিত অভিযোগ			
২৮.	হাসপাতাল/ চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত অভিযোগ		০১	০১
২৯.	ভাতা			
৩০.	আত্মহত্যা		০২	০২
৩১.	প্রবীণদের ওপর নির্যাতন		০১	০১
৩২.	প্রবাসী শ্রমিক		০২	০২
৩৩.	মানব পাচার			
৩৪.	আইনি সহায়তা			
৩৫.	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব		০১	০১
৩৬.	প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার			
৩৭.	সম্পত্তি সম্পর্কিত অভিযোগ			
৩৮.	পরিবেশ সম্পর্কিত			
৩৯.	দুর্নীতি			
৪০.	বৈষম্য			
৪১.	আর্থিক বিষয়াদি			
৪২.	অন্যান্য	০১	০৫	০৬
	সর্বমোট=	১৩	৪৬	৫৯

৩.৩ উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম

জাহালমের পাশে দাঁড়াল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৩২ বছর বয়সী জাহালম নির্দোষ হয়েও ৩ (তিন) বছর কারাগারে ছিলেন। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দুর্নীতির একটি মামলায় প্রকৃত আসামীর পরিবর্তে জাহালম কারাগারে আটক ছিলেন। হাইকোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে গাজীপুরের কাশিম-পুর কারাগার-২ থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সোনালী ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের মামলায় প্রকৃত আসামী আবু সালেকের পরিবর্তে জাহালম কে ভুলবশত গ্রেপ্তার করা হয়।

চ্যানেল ২৪ এ ঘটনাটি প্রচার করে। চ্যানেল-২৪ এর প্রতিবেদক এবং জাহালমের ভাই শাহনূর কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে চেয়ারম্যান কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন করে এবং ঘটনাটির অনুসন্ধান করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। কমিশন ঘটনাটির সত্যতা খুঁজে পায় এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে পত্র প্রেরণ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জাহালম কে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তায় হাইকোর্ট জাহালমকে মুক্তি দেন। তাকে সকল অভিযোগ থেকে খালাস প্রদান করা হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে জাহালম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। জাহালম কে ক্ষতিপূরণ এবং চাকরি ফেরত প্রাপ্তিতে কমিশন থেকে আশ্বাস প্রদান করা হয়।

বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত সহপাঠীদের দ্বারা বুয়েট ছাত্র আবরারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এ বছর সারা দেশ ও বহির্বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নতুন কমিশনের যোগদানের পরপরই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটে। নতুন কমিশনের প্রথম সভায় মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সকল সদস্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করেন। সভার শুরুতে আবরারের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। উক্ত ঘটনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শক্ত অবস্থানকে স্বাগত জানায় কমিশন। কমিশন এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং সকল হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে পত্র প্রেরণ করে।

রাজশাহীতে থানার সামনে লিজার আত্মহত্যার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণমাধ্যম থাকে জানা যায় যে, থানায় প্রতিকার না পেয়ে রাজশাহী মহিলা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১৮ বছর বয়সী লিজা রহমান রাজশাহীর শাহ মখদুম থানার সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ঘটনাটি তদন্তে কমিশন ৪(চার) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) জনাব আল-মাহমুদ ফায়জুল কবিরকে কমিটির প্রধান করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের ১ (এক) জন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ১ (এক) জন প্রতিনিধিকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

প্রবাসী নারী শ্রমিকের মৃত্যুতে কমিশনের পদক্ষেপ

খুলনার পাইকগাছার অধিবাসী সৌদি-আরব প্রবাসী নারী শ্রমিক আবিরন বেগম (৪০) কে সৌদি আরবে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে পিটিয়ে হত্যা করা হয় মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তার বোন অভিযোগ করেন যে, আবিরনের সাথে যখন তার ফোনে কথা হতো তখন

আবিরন তাকে মালিকের হাতে নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা জানাতেন। আবিরন বলতেন, "তারা আমাকে নির্দয়ভাবে মারধর করে এবং লোহা দিয়ে মাথায় আঘাত করে। আমাকে বাঁচাও"। আবিরনের হত্যার ঘটনায় কমিশন তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং কমিশনের সদস্য ড. নমিতা হালদার, এনডিসি ঘটনাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

সুবর্ণচরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

জাতীয় নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সুবর্ণচরে গৃহবধূকে গণধর্ষণের ঘটনায় পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) জনাব আল মাহমুদ ফায়জুল কবীরের নেতৃত্বে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। উক্ত ঘটনায় সকল দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.৪ উল্লেখযোগ্য কিছু স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ

মনপুরার চরে গৃহবধূকে গণধর্ষণ (সুয়োমটোঃ ৫২/১৯)

গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, একজন মা তার আড়াই বছরের সন্তান কে নিয়ে স্পিড বোটে চড়ে ভোলার মনপুরায় যাচ্ছিল। পথিমধ্যে চারজন দর্বৃত্ত স্পিড বোট থামিয়ে মহিলাটিকে জোরপূর্বক চরে নিয়ে গণধর্ষণ করে এবং বাচ্চাটি স্পিড বোটে কাঁদতে থাকে। খবরটি পাওয়া মাত্র সাকুচিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি এবং স্পিড বোটের মালিক ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে সেও মহিলাটিকে ধর্ষণ করে। কমিশন ঘটনাটিকে স্বপ্রণোদিত হয়ে আমলে নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জননিরাপত্তা সচিবকে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করে। পাশাপাশি, ভোলার জেলা প্রশাসক কে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হলে মামলাটি তদন্তাধীন আছে, একজন আসামীকে গ্রেপ্তার এবং বাকী আসামীদের গ্রেপ্তার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার তদন্ত সমাপ্ত করে অতি শীঘ্রই পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা হবে মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়।

ফেসবুকের একটি অপ্রীতিকর পোস্টকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ (সুয়োমটোঃ ৪৫/১৯)

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, ফেসবুকের একটি অপ্রীতিকর পোস্টকে কেন্দ্র করে ভোলায় পুলিশ এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। বোরহানউদ্দীন উপজেলার বোরহানউদ্দীন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক কিশোরের শাস্তির দাবিতে "তৌহিদী জনতা" আন্দোলন করে। এসময় একজন কিশোরসহ চারজন নিহত হয়। এই অনভিপ্রেত ঘটনায় কমিশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রহণপূর্বক কমিশন কে অবহিত করার জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করে। উক্ত বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত কমিশনে প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ মহাপরিদর্শক বরাবর নির্দেশনা দিয়ে কমিশনকে অবহিত করে।

খুলনা রেলওয়ে থানায় পুলিশ কর্তৃক নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগ (সুয়োমটোঃ ৩৬/১৯)

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, ০৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখ খুলনা রেলওয়ে থানার ওসিসহ ৫ জন পুলিশ হেফাজতে আটক এক নারীকে গণধর্ষণ করে। কমিশন ঘটনাটিকে স্বপ্রণোদিত হয়ে আমলে নেয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পত্র প্রেরণ করে।

বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ড (সুয়োমটোঃ ২৭/১৯)

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, ২৬ জুন ২০১৯ তারিখ বরগুনায় প্রকাশ্য দিবালোকে স্ত্রী মিন্নির সামনে কতিপয় দুর্বৃত্ত রিফাত শরীফ (২২) কে কুপিয়ে হত্যা করে। কমিশন অভিযোগটি স্বপ্রণোদিত আমলে নিয়ে হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করে।

অধ্যায় ০৪

২০১৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে নবগঠিত কমিশনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ বঙ্গভবনে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি'র নেতৃত্বে সদস্যগণ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশনের কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, দেশের যে কোন প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোন ঘটনায় তাৎক্ষনিক এবং কার্যকর ভূমিকা রাখবে কমিশন।"

তৃণমূলের জনগণ যাতে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং প্রয়োজনে কমিশন থেকে সহায়তা পায় সেলক্ষ্যে কমিশনের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। নবগঠিত কমিশন জনগণের অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। পাশাপাশি, সারা দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় কমিশনের পদক্ষেপ জানান এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা কামনা করেন।

৪.২ মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতি

প্রতি বছরের মত এবারও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম ইউএনডিপি'র সহায়তায় ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ যথাযথ মর্যাদায় মানবাধিকার দিবস উদযাপন করে। এবছর প্রথমবারের মত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কমিশনকে শক্তিশালী করার প্রত্যয় রয়েছে। কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, সরকার যদি বিচারহীনতা এবং অপরাধের প্রতি সহনশীলতা দেখায় তবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে এটাই স্বাভাবিক। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলে, "মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অপরাধী যেই হোক না কেন তাকে শাস্তি পেতে হবে- এটাই আমাদের অঙ্গীকার। আমরা এর আলোকে কাজ করে যাচ্ছি। মাদক, সন্ত্রাস দুর্নীতি সমাজকে ধ্বংস করে এবং আমরা এগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছি। মাদক, সন্ত্রাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজকেই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে"। সরকার মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি কিছু আইন সংশোধনও করেছে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক; জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি; জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিয়া সেপ্প এবং কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

এবছর সারা দেশের সকল জেলা, উপজেলায় দিবসটি উদযাপিত হয়। সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা হয়। ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এবছর মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা"। অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি'র লেখা একটি থিম সং পরিবেশন করা হয় এবং একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রচারিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরকারি সংস্থা, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও, সিভিল সোসাইটি, উন্নয়ন সহযোগী, মানবাধিকার কর্মী, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গনমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ ৭০০ জন অতিথি যোগদান করেন।

সামাজিক মুল্যবোধ, মানবাধিকার ও তারুণ্য শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

এবছর মানবাধিকার দিবসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম- ইউএনডিপি'র সহায়তায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সামাজিক মুল্যবোধ, মানবাধিকার ও তারুণ্য শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সঞ্চালনা করেন। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক আবুল মকসুদ, আরমা দত্ত, এমপিসহ আরও অনেকে। সভায় বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর তরুণ প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন যা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। সভায় তরুণদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল- ব্যক্তিত্বসহ ৭০০ জন অতিথি যোগদান করেন।

- কমিশন বিভিন্ন জেলায় মানবাধিকার বিষয়ক ইয়ুথ এম্বাসেডর মনোনয়ন করতে পারে যারা মানবাধিকার এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে
- পটুয়াখালির রাখাইন সম্প্রদায়ের একজন তরুণ উল্লেখ করেন যে, ভূমি দখলের কারণে তাদের সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০০০০ থেকে ৪০০০এ নেমে এসেছে। ভূমি দখল বন্ধ করার জন্য স্থায়ী জনগণের সাথে নিয়মিত আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে তিনি পরামর্শ দেন।
- সিরাজগঞ্জ জেলায় (সদর, রয়গঞ্জ এবং তারাশ এলাকায়) কুসংস্কার, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং মাদকাসক্তি রয়েছে। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং বাস্তবমুখী ও কারিগরি শিক্ষার অভাব এসকল সমস্যার মুল কারণ। ফলে, এসকল এলাকায় সন্ত্রাস বিরোধী এবং মাদক বিরোধী প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক।
- ময়মনসিংহের হাজং সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ভাষা বিলুপ্তির আশংকা রয়েছে। তাদের শিক্ষা এবং চাকরির সম্ভাবনা কম। এছাড়াও, তাদেরকেও ভূমি দখলের সম্মুখীন হতে হয়। তাই তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তাদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে কোটা বরাদ্দ করা এবং সমতলের উপজাতিদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।
- পরিবার ও সমাজের সচেতনতার অভাবে হিজড়া এবং যৌনকর্মীর সন্তানদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন
- প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার

৪.৩ ই- ফাইলিং পদ্ধতির উদ্বোধন

দাপ্তরিক কাজ সহজে এবং দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবছর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ই-ফাইলিং চালু করে। দায়িত্ব গ্রহণের পরই কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ই-ফাইলিং এর সাথে পরিচিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে সহজে ই- ফাইলিং দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যব্যবস্থা নিস্পত্তি করেছে। ফলে অতি সহজেই কমিশনের কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

৪.৪ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ

ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ও ধর্মগুরুদের সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ক্ষুদ্রগোষ্ঠী ও ধর্মগুরুদের সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জনাব আবুল কালাম, কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার

গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ সিরডাপ অডিটোরিয়ামে কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের সভাপতিত্বে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সিনিয়র সচিব মোঃ সোহরাব হোসেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক পরামর্শ সভা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ব্র্যাক সেন্টার ইনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ব্রাকের যৌথ উদ্যোগে মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবু বকর সিদ্দিক এবং ব্র্যাকের পরিচালক আসিফ সালেহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্র্যাকের মাইগ্রেশন বিভাগের প্রধান শরীফুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ব্যবসা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপাল সংক্রান্ত ন্যাশনাল ডায়লগ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম ইউএনডিপি'র সহায়তায় ঢাকার লেকশোর হোটেলে ব্যবসা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপাল সংক্রান্ত ন্যাশনাল ডায়লগ আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ এবং ইউএনডিপি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর সুদীপ্ত মুখার্জি। কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সভাপতিত্ব করেন।

শিশু অধিকারঃ শিশু ন্যায়পাল শীর্ষক সেমিনার

গত ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ রাজধানীর ব্র্যাকে শিশু অধিকারঃ শিশু ন্যায়পাল শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের অবৈতনিক সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী, ব্র্যাক অ্যাডভোকেসি, টেকনলজি এবং পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের পরিচালক শফিকুল ইসলাম সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় শিশু দিবস সম্পর্কিত আলোচনা সভা

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় শিশু দিবস সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান সেলিনা হোসেন গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহীদ মাহমুদ, সেভ দ্যা চিলড্রেনের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মানব পাচার প্রতিরোধঃ পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসন শীর্ষক আঞ্চলিক সম্মেলন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-ইউএনডিপি'র সহায়তায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে মানব পাচার প্রতিরোধঃ পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসন শীর্ষক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এবং সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাঃ "অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২৬ মে ২০১৯ তারিখ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাঃ "অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায় আলোচনা করাই ছিলো বৈঠকের উদ্দেশ্য। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। উক্ত বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সেলিমা আহমেদ এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ।

পূর্বতন কমিশনের সাথে বর্তমান কমিশনের মতবিনিময়

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ বর্তমান কমিশন পূর্বতন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্তমান চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। মতবিনিময় সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্বতন কমিশনের অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমূহ জানা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণের উপায় আলোচনা করা। বর্তমান সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এবং সাবেক সার্বক্ষণিক সদস্য নজরুল ইসলামসহ কমিশনের বর্তমান সদস্যদের পাশাপাশি পূর্বতন কমিশনের সদস্যগণ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

গোপালগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জে আলোচনা সভা

স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি এর নেতৃতে নবগঠিত কমিশন গোপালগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে মানবাধিকার কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করে। মতবিনিময় সভার মূল উদ্দেশ্য বর্তমান কমিশনের প্রতি জনসাধারণের আখাঙ্কা এবং জেলা সমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। গোপালগঞ্জে সেমিনার শুরু করার আগে নবগঠিত কমিশন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মাজার জিয়ারত করেন।

কমিশনের প্রতি মাননীয় আইনমন্ত্রীর পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস

১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি'র নেতৃত্বে মানবাধিকার কমিশনের ছয় সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি নবগঠিত কমিশনের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি বলেন বর্তমান সরকারের আমলে স্বাধীন সংস্থা হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ প্রণীত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই সরকার কমিশন কে ধীরে ধীরে শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলছে। সরকার কমিশনের কর্মকাণ্ডে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেনা। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কমিশনের বাজেট ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয় এর সহযোগিতা কামনা করেন এবং মাননীয় মন্ত্রী এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য ১২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে নাম-পরিচয়হীন শিশুদের বৈধ কাগজপত্রে অভিভাবকত্ব নির্ণয় এবং মেয়ে বা ছেলের প্রবণতা সম্পন্ন হিজড়াদের লিঙ্গভিত্তিক নাম পরিবর্তনের সুযোগ দিতে সুপারিশ জানালে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেবে বলে আশ্বাস দেন মাননীয় মন্ত্রী। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী তাদের প্রস্তাব শুনে তার পক্ষ থেকে যা যা করণীয়, তা করার আশ্বাস দেন। মন্ত্রী দেশের দুস্থ, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন শিশুদের স্বার্থে কাজ করার জন্য তার দৃঢ় প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন। এছাড়াও একই ধরণের নামের বিভ্রান্তি দূরীকরণে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' এর নামের সঙ্গে মিলযুক্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধন করা এনজিও 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন' এর নাম থেকে 'কমিশন' শব্দটির বদলে অন্য শব্দ প্রতিস্থাপনে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান। এ বিষয়েও আশ্বাস দেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান।

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

০৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি এবং সদস্যগণ। এসময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ; অবৈতনিক সদস্য ড. নমিতা হালদার, এনডিসি এবং মিজানুর রহমান খান;সচিব হিরন্ময় বাড়ৈ। এসময় মানবাধিকার সুরক্ষা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

২য় ইস্তাম্বুল আন্তর্জাতিক ওম্বুডসম্যান সম্মেলন

১৯-২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ওম্বুডসম্যান সম্মেলনে তুরস্কের চিফ ওম্বুডসম্যান সেরেফ ম্যালকচের আমন্ত্রণে মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বক্তব্যের শুরুতে মাননীয় চেয়ারম্যান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেন এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকার এবং কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও, মাদক, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের শুন্য সহিষ্ণু নীতির কথা উল্লেখ করেন। সম্মেলনে তিনি সকল মানবাধিকার কমিশনের জন্য একটি সর্বজনীন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্ভাবন করার জন্য তিনি সুপারিশ জানান।

তুরস্কের চীফ ওম্বুডসম্যান ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা

১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ ইস্তাম্বুলে তুরস্কের চীফ ওম্বুডসম্যান ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি এবং তুরস্কের প্রধান ওম্বুডসম্যান জনাব সেরেফ ম্যালকচ। বৈঠকে তারা বিভিন্ন বিষয় যেমন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ভবিষ্যত সহযোগিতা সমূহের বিষয়ে আলোচনা করেন। তুরস্কের প্রধান ওম্বুডসম্যান দুই দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রশংসা করেন এবং দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফোরামের আঞ্চলিক সভা

জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত ব্যবসায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের মূল ভূমিকা বিষয়ক আঞ্চলিক সভায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হিউম্যান রাইটস মনিটরিং ফর দি ইউপিআর শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা

৩০-৩১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে হিউম্যান রাইটস মনিটরিং ফর দি ইউপিআর শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় যোগদান করেন কমিশনের সদস্য জেসমিন আরা বেগম। ইউপিআর ইনফো উক্ত কর্মশালার আয়োজন করে।

প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

১২-১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ নেপালের কাঠমুণ্ডুতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ড. নমিতা হালদার, এনডিসি। নেপালের মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে সদস্য ড. নমিতা হালদার এনডিসি "প্রবাসী শ্রমিকদের মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সহযোগিতা" শীর্ষক সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

দুবাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে মতবিনিময়

৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ, দুবাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধান বিচারপতি তুন জাকি বিন মোহাম্মদ আজমি কমিশন কার্যালয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সাথে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, কমিশন এবং হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-ইউএনডিপি'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি' র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধিবৃন্দ। এসময় তারা বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় নাছিমা বেগম এনডিসি কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রশংসা করেন। শিশুদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ সৃজনে মানবাধিকার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কমিশনের সাথে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে একযোগে কাজ করার বিষয়ে মাননীয় চেয়ারম্যান তাদেরকে আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন শৈশবে শিশুদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি হলে সেখান থেকেই তারা মানবাধিকার সুরক্ষায় তাদের ভবিষ্যৎ চলার পথ বিনির্মাণ করতে সমর্থ হবে।

৪.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ই-নথির কার্যকর ব্যবহার।
- ই-জিপি পদ্ধতি চালুকরণ।
- কল সেন্টার সহায়তা সেবা চালুকরণ।
- তথ্য প্রচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার।
- ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও মোবাইল অ্যাপ চালুকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- "সমন্বিত অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" চালুকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪.৬ প্রকাশনা

এই বছর কমিশন ৩০টি আর্টিকেলসহ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের লিফলেট প্রকাশ করে। ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল জনসাধারণের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও মানবাধিকার সহজে বুঝতে পারার সুবিধার্থে আর্টিকেল গুলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম কর্তৃক সহজ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই সকল লিফলেট জেলা, উপজেলাসহ সকল স্কুল ও কলেজে প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন মানবাধিকার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করেছে। জুন, ২০১৯ তারিখ কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম উল্লেখসহ বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম সম্মেলিত বিশেষ বুলেটিন পুনঃ প্রকাশ করা হয়।

৪.৭ কমিশন সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত

- ই-নথি চালুকরণ।
- সারাদেশে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ সংশোধন।
- কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ সমূহ ফলোআপের নিমিত্ত কমিশনের সদস্য জেসমিন আরা বেগম, তৌফিকা করিম এবং মিজানুর রহমান খান কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
- জনবল নিয়োগ
- নিয়োগবিধি সংশোধন।
- বাজেট ও জনবল বৃদ্ধির অ্যাডভকেসি।
- কমিশন মিটিংয়ে অংশগ্রহণের নিমিত্ত কমিশনের অবৈতনিক সদস্যদের যাতায়াত ভাতা প্রদান।
- যথাযথ মর্যাদায় সারা দেশে মানবাধিকার দিবস-২০১৯ উদযাপন।
- গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে আলোচনা সভা আয়োজন।
- থিমেটিক কমিটি পুনর্বিন্যাস এবং অধিক কার্যকরকরণ।
- অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।

৪.৮ গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রেস বিজ্ঞপ্তির বিষয়	তারিখ
নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা তদন্তে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন	০১.০১.১৯
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান পরিচয় দেয়া মামুনের সাথে কমিশনের সংশ্লিষ্টতা নেই	১১.০৩.১৯
মানবপাচার প্রতিরোধে ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য আহবান	১৯.০৩.১৯
পিএসসি পরীক্ষা এবং কোচিং ব্যবসা বন্ধ করার আহবান	২৪.০৩.১৯
শিশুদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করার আহবান	২৫.০৩.১৯
নবগঠিত কমিশনের নিয়োগ	২৩.০৯.১৯
নবগঠিত এবং পূর্বতন কমিশনের আলোচনা	২৬.০৯.১৯
লিজার আত্মহত্যার ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ	৩০.০৯.১৯
বুয়েটের ছাত্র আবরার হত্যার ঘটনায় কমিশনের উদ্বেগ এবং পদক্ষেপ	১০.১০.১৯
ভোলার সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ	২১.১০.১৯
সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার হয়ে আবিরনের মৃত্যু এবং সড়ক দুর্ঘটনায় পপি ত্রিপুরার মৃত্যুর ঘটনায় কমিশনের উদ্বেগ এবং পদক্ষেপ	২৭.১০.১৯
মিরপুরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় কমিশনের বক্তব্য	৩১.১০.১৯
শিশু জিসান নির্যাতন এবং নির্যাতনের শিকার মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ	০৭.১১.১৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় কমিশনের বক্তব্য	১২.১১.১৯
চট্টগ্রামে আগুন লাগার ঘটনায় কমিশনের উদ্বেগ	১৮.১১.১৯
জামালপুরে গৃহবধুকে ধর্ষণ ও তার স্বামীকে হত্যার ঘটনায় কমিশনের উদ্বেগ এবং পদক্ষেপ	২০.১১.১৯
লবণের দাম বৃদ্ধিতে উদ্বেগ	২০.১১.১৯

অধ্যায়: ৫

কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথচলা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এখন এক-দশক বয়সী একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য অনেক মানবধিকার কমিশনের তুলনায় এটি এখনও একটি নবীন কমিশন। এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অনেক কিছুই সম্পন্ন হয়েছে আবার অনেকটাই অসম্পন্ন রয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনবল বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশনকে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ-সংস্কৃতির উন্নয়ন, অঞ্চলভিত্তিক তথা উপাঞ্চলভিত্তিক অফিস স্থাপনে যে সকল সমস্যাদি রয়েছে তা নিরসন এবং কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন ও প্রয়োজনীয় ভৌতকাঠামোনির্মাণ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অগ্রাধিকারসহ কাজ করা হচ্ছে। কমিশনকে শক্তিশালী করার অর্থই হল কমিশনের "এ স্ট্যাটাস" প্রাপ্তির জন্য যাবতীয় শর্তাদি পূরণের সামর্থ্য যোগানো এবং কমিশনকে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বলতে এটিও বোঝায় যে কমিশনের চাকুরি অত্যন্ত আকর্ষনীয় এবং নিয়োগ প্রাপ্তরা কেউ চাকুরি ছেড়ে চলে যাবেননা এবং একটি দক্ষ জনশক্তি দ্বারা কমিশন পরিচালিত হবে। কমিশনকে আর্থিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং উন্নয়ন সহযোগী তথা দাতাসংস্থার পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন বা কমিশনের অর্থপ্রবাহে কোন ঝুঁকি থাকলে তা যথাসময়েই নিরুপণ করে এর নিরসন করা প্রয়োজন।

অবশ্য, সরকারের সুদৃষ্টি কমিশনের প্রতি রয়েছে; সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে এবং দেশের মানুষের মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় একটি প্রধান সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে কমিশনও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের মনে এ আশাবাদ জেগে উঠেছে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের অধিকার সুরক্ষায় আরও দৃশ্যমানভাবে অনেক অবদান রাখতে পারবে। সেপর্যায়ে পৌঁছনোর পূর্বে কমিশনকে কতকগুলো সুস্পষ্ট বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে যেতে হবে।

কমিশনের জন্য এখনও প্রথম এবং প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধি করা। জনশক্তি বৃদ্ধির পথে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অন্তরায় রয়ে গেছে। মূখ্য অন্তরায় হচ্ছে নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকেই চাকরীতে আসে আবার চলেও যায় কারণ কমিশনের চাকুরি এখনও ততটা আকর্ষণীয় হিসেবে পরিচিতি পায়নি।

কমিশনের এখনও কোন স্থায়ী অফিস ভবন নাই। একটি স্থায়ী অফিস ভবন থাকলে কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল একটি কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত হতো এবং তাদের মধ্যে অফিসের প্রতি একটি মমত্ববোধ বা মালিকানা বোধ সৃষ্টি হতো এবং ফলস্বরূপ কমিশনের ভাবমূর্তি ও সম্মানকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতো। একখন্ড জমি অধিগ্রহণ করা এবং একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা কমিশনের জন্য এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন এলক্ষ্যে সরকারের সাথে যোগাযোগ ও লবিং চালিয়ে যাচ্ছে।আশা করা যায় যে শীঘ্রই এর একটি সমাধান পাওয়া যাবে।

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করলেও Global Alliance For National Human Rights Institutions (GANHRI) বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে "বি স্ট্যাটাস" দিয়েছে। সংস্থাটির মতে, প্যারিস নীতিমালার শর্তাদি পূরণে কমিশনের এখনো ঘাটতি রয়েছে। কারন, ২০০৯ সালের যে আইনটির মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্ম সে আইনের বিশেষ কয়েকটি শর্ত পূরণ না হওয়ার দায় কমিশনের ওপর বর্তায় না। প্রায় একইরকম আইন হওয়া সত্ত্বে ভারতের মানবাধিকার কমিশনকে "এ স্ট্যাটাস" আর বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে "বি স্ট্যাটাস" দেয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে কমিশন মনে করে।

কমিশন জনগণের ক্ষোভ ও অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। তবে, বাস্তবে জনবলের স্বল্পতার কারণে সকল অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমলে নেওয়া বা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় বা ডিজিটাল করা যায়নি।

কমিশনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কমিশন দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। এছাড়াও, কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালা সংস্কারে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে এবং আরদ্ধ কাজ দ্রুততার সাথে সম্পাদনের স্পৃহা ব্যক্ত করছে। খসড়া বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে এ উদ্দেশে যে আইনটি প্রণীত হলে নারী ও অন্যান্যদের প্রতি বৈষম্যের মাত্রা কমে আসবে কারণ এখনো বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সমাজে রয়েই গেছে যা নারীর সমান অধিকার প্রাপ্তিকে থামিয়ে দেয়। একটি বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়নের অত্যাবশ্যকীয়তা অনুধাবন সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং কর্তব্য সম্পাদনকারীদের মনে গতিশীলতা সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি-অধিকারসহ অন্যান্য পরিস্থিতির ওপর গবেষণা, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও নৃ- গোষ্ঠীর অধিকারসমূহ সুরক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার বাস্তবায়নে আইন ও নীতিমালার প্রয়োগ, আইএলও কনভেনশন ও শ্রম অধিকার, সিবিএ অধিকার, ইপিজেড আইন, সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং অতি অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যা যা অনেক মানবিক সমস্যারই জন্ম দিয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এসকল বিষয়ের ওপর প্রচুর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। কিন্তু যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা অবশ্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যাদুকরি নেতৃত্বে দেশ আজ বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করে চলছে। সরকারি কার্যনির্বাহ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ফাঁকফোঁকর, দুর্নীতি, অপপ্রচেষ্টা ও অপপ্রয়োগের তথা অব্যবস্থাপনার মাত্রা কমিয়ে এনে এবং কর্তব্য সম্পাদনকারিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার নিবেদিত।

এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সকল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, নীতি ও রূপকল্প যেমন, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, ভিশন-২১০০ বা ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ এর সাথে এসডিজিসমূহ অর্জনকে একীভূত করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞারই পরিচয় বহন করে। যদি এসডিজি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীভূত হয়ে যাবে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হবে, সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য ও ভাল-থাকা নিশ্চিত হবে, সুশিক্ষা বিস্তার বহাল থাকবে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জিত হবে, শোভন কর্ম-সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অটুট থাকবে। শুধু এগুলোই নয়, ২০৩০ এজেন্ডার সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে ইকুইটি বা ন্যায্য-বন্টনের নীতিমালার আওতায় সকল মানুষের সম-সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া, এও বোধগম্য যে, এসডিজির সফল বাস্তবায়ন আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় অধিকতর সামর্থ্যবান করবে। পরিবেশ দূষণ ও এর ক্ষতিসাধনের মাত্রা কমে আসবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। এসডিজি-১৬ এর অঙ্গীকার আরও একটু বেশী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা; এবং তা হবে সকলের জন্য ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং আইনের শাসন, শান্তি, সামাজিক ঐক্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তার মানে এই যে এসডিজির বাস্তবায়ন একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করবে যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা হিজরা, ধর্মীয় ও নৃ গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু, দলিত, হরিজন, বেদে, মুচি ইত্যাদি সকল নাগরিক সমাজের মূলধারায় অভিষিক্ত থাকবে এবং কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা হবে না। এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের উদ্দেশ্য পূরণ হবে, রূপকল্পের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং স্থায়ীভাবে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথ/ ক্ষেত্র পাকাপোক্ত হবে।

সংযুক্তি-১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের প্রকৃত ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থের বিবরণী নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত	অবশিষ্ট
		২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১,০৪,০০,০০০	৮৮,০০,০০০	৮৬,০৫,৮১৮	১,৯৪,১৮২
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১৮,৫০,০০০	১২,০০,০০০	১১,৪৬,৮৪০	৫৩,১৬০
	মোট:	**১,২২,৫০,০০০**	**১,০০,০০,০০০**	**৯৭,৫২,৬৫৮**	**২,৪৭,৩৪২**
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৪৭,০০০	২৬,০০০	২৫,২০০	৮০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	২৫,০০০	৪০,০০০	২৯,৫০০	১০,৫০০
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৫৯,৫০,০০০	৪৬,০০,০০০	৪৪,৮১,৫৫১	১,১৮,৪৪৯
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৫,৬০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৯৮,৪১৯	১,৫৮১
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১৭,০০০	৩৬,০০০	২৮,০০০	৮,০০০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০	২,০০,০০০	১,২৮,৪২৪	৭১,৫৭৬
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩২,০০০	১৮,০০০	১৬,৮০০	১,২০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২০,৪০,০০০	১৭,০০,০০০	১৬,৪৩,৯২০	৫৬,০৮০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩,০০,০০০	৩,৩০,০০০	৩,২০,৩৫০	৯,৬৫০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	১,৬৭,০০০	১,৭০,০০০	১,৬৬,৮০০	৩,২০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২,০৪,০০০	১,৭০,০০০	১,৬১,৪৪৪	৮,৫৫৬
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	১৫,১৩,০০০	১৪,৬০,০০০	১৪,৫৯,১০৯	৮৯১
	মোট:	**১,০৮,৫৫,০০০**	**৯১,৫০,০০০**	**৮৮,৫৯,৫১৭**	**২,৯০,৪৮৩**
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৫০,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	২০,০০,০০০	২০,১০,০০০	২০,০৮,৬০০	১,৪০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	২,৯২,১১১	৭,৮৮৯
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	১১,০০,০০০	১৯,৮৫,০০০	১৯,৮৩,৯৫৪	১,০৪৬
৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৩,০০,০০০	১,৩০,০০০	১,২৫,০০০	৫,০০০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৫,০০,০০০	১০,৩০,০০০	১০,২৯,২৩৫	৭৬৫
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	২,৮৪,৯৫৭	১৫,০৪৩
৩২১১১১৪	উপযোগ সেবা	১০,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
৩২১১১১৫	পানি	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১,৬৮,০০২	৩১,৯৯৮
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	২,০০,০০০	১,৭০,০০০	১,৬৬,২০৬	৩,৭৯৪
৩২১১১১৯	ডাক	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৬৫,৭৫০	৩৪,২৫০
৩২১১১২১	মেশিন ও সরঞ্জামাদির ভাড়া	১৫,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ ব্যয়	১০,০০,০০০	১৫,৪০,০০০	১৫,৩২,৯৩৮	৭,০৬২
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১,৫০,০০০	১,৬০,০০০	১,৫৪,৮৪২	৫,১৫৮
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১,৭০,০০,০০০	১,৭০,৫০,০০০	১,৭০,৪৬,৪৮০	৩,৫২০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৪২,০০,০০০	৪৮,২০,০০০	৪৮,১৮,৮৯৮	১,১০২
৩২২১১০৬	পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	৫,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৪৫,১৭২	৪,৮২৮
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	১,০০,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৬,০০,০০০	১,৬০,০০০	১,৫৯,৪৬০	৫৪০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	১১,০০,০০০	১৩,৫০,০০০	১৩,৪৭,৮৩২	২,১৬৮
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১৭,০০,০০০	৩৫,৬৫,০০০	৩৫,৬১,৩০৩	৩,৬৯৭
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২,০০,০০০	৩,৪০,০০০	৩,৩৭,০২৫	২,৯৭৫
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২,০০,০০০	৮,১০,০০০	৮,০৮,৯০৬	১,০৯৪
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৯৫,৩৭৩	৪,৬২৭
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৪,০০,০০০	৭,৪০,০০০	৭,৩৫,১১৯	৪,৮৮১
৩২৫৭১০৩	গবেষণা ব্যয়	১০,০০,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৪৫,০০০	৫,০০০

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের প্রকৃত ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থের বিবরণী নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত	অবশিষ্ট
		২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯
৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা ব্যয়	১২,০০,০০০	৭,৫৫,০০০	৭,৫১,৩০১	৩,৬৯৯
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩,০০,০০০	৬,৫০,০০০	৬,৪৭,৪১১	২,৫৮৯
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১০,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১,০০,০০০	২০,০০০	১৮,৭২৫	১,২৭৫
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	১,০০,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	০
	মোট:	**৩,৬১,৮৫,০০০**	**৪,০০,৬৫,০০০**	**৩,৯৮,৭৯,৬০০**	**১,৮৫,৪০০**
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৩,০০,০০০	৩,২০,০০০	৩,১৫,৫১৭	৪,৪৮৩
৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	১০,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	৭,৮০,০০০	৭,৭৭,৮০৯	২,১৯১
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১,০০,০০০	৫,০০০	০	৫,০০০
	মোট:	**৪,১০,০০০**	**১১,১০,০০০**	**১০,৯৩,৩২৬**	**১৬,৬৭৪**
৩৮২১১১৬	বিমা	১,০০,০০০	১,৮৫,০০০	১,৮১,৩৭৮	৩,৬২২
৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	২,০০,০০০	২,৫০,০০০	২,৪৫,৮৫৮	৪,১৪২
	মোট:	**৩,০০,০০০**	**৪,৩৫,০০০**	**৪,২৭,২৩৬**	**৭,৭৬৪**
	সর্বমোট- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন:	**৬,০০,০০,০০০**	**৬,০৭,৬০,০০০**	**৬,০০,১২,৩৩৭**	**৭,৪৭,৬৬৩**

সংযুক্তি-২; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সদস্যগণ

নাছিমা বেগম, এনডিসি

চেয়ারম্যান

নাছিমা বেগম এনডিসি ২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। তার জন্ম ১০ জানুয়ারি, ১৯৬০ সালে, মুন্সীগঞ্জ জেলার মীরকাদিম পৌরসভার নুরপুর গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল এর অধীন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ হতে স্ট্রাটেজী এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। অসাধারণ কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৯ বছর মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে কর্মরত থেকে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। দায়িত্ব পালন করেছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে। ২০১১ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি) শেষে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং ২০১৪ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদায়ন লাভ করেন। পরবর্তীতে সরকারের সচিব এবং সিনিয়র সচিব হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৯ সালের ১০ জানুয়ারি পিআরএল-এ যান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালা এবং নারী উদ্যোক্তা উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জাতিসংঘের নারী অধিকার সংক্রান্ত কমিটিতে (সিডো) এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত কমিটিতে (সিআরসি) বাংলাদেশের পক্ষে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি ব্যক্তির সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, শিশু আইন ২০১৩, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নীতিমালা ২০১৮, ডিএনএ নীতিমালা ২০১৮, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০)।

প্রতিবন্ধিতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষনামূলক নিবন্ধ লিখেছেন। বিশেষ স্কুলের সমন্বিত শিক্ষা, অটিস্টিক শিশুদের শিখন ব্যবস্থা ও শিশুদের অটিজম এবং সমাজে এর প্রভাব বিষয়ে রয়েছে তাঁর গবেষণা কর্ম। তিনি একজন স্বভাব কবি। তাঁর লেখা কবিতা এবং গান প্রতিবন্ধী শিশু ও দুঃস্থ মানুষের মনে আশার আলো জাগায়। সমাজ সচেতনতামূলক, উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণার অংশ হিসেবে লিখেছেন অনেক শ্লোগান। মুক্তিযুদ্ধ ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক গান ও কবিতা রচনায় তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন ।গানে গানে জাগরণ, আমি নাসিফ বলছি, অন্তরীক্ষ, আকাশ সমান স্বপ্ন এবং আর্দশমালা তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম । তাঁর স্বামী মো: ফয়জুর রহমান চৌধুরী সরকারের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে পিআরএল-এ আছেন। তাঁদের দুই পুত্র, সাঈয়েদ আহমেদ চৌধুরী নাসিফ ও ফাহিম আহমেদ চৌধুরী নাঈম।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

সার্বক্ষণিক সদস্য

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের পদমর্যাদাসহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

তিনি ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম থেকে থেকে সাফল্যের সাথে ম্যাট্রিক (এস.এস.সি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক সম্পন্ন করেন এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি যুক্তরাজ্য থেকে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং নিউজিল্যান্ড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস এন্ড ইকোনোমিকস এর একজন অধ্যাপক। বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার দক্ষিণ কোরিয়ার গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানজনক পদ লাভ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং জিসিএফ সাপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে ৪৫ টি স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ড. কামাল।

বাংলাদেশ যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রতিপক্ষ ভারতের সাথে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা করেন যা ঐতিহাসিক সীমান্ত চুক্তি বিষয়ক প্রটোকল (মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি) প্রস্তুতিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত সমস্যার নবযুগ সৃষ্টিকারী শান্তিপূর্ণ সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া প্রস্তুতি, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত মানব পাচার, মাদক ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সফল আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অনুরোধে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি)।

তিনি একজন একনিষ্ঠ গবেষক এবং লেখক। ইতিমধ্যে তার লেখা বিভিন্ন বই এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সহধর্মিণী মিসেস পারভীন আক্তার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে এমএসএস ডিগ্রী অর্জন করেন এবং অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন প্রশাসনের একজন গবেষক। বর্তমানে তিনি মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। তাদের একমাত্র কন্যা নিউজিল্যান্ডের ম্যাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় অধ্যয়নরত।

তৌফিকা করিম, এডভোকেট

অবৈতনিক সদস্য

তৌফিকা করিম, এডভোকেট বর্তমানে আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিনি বিগত ২৬ বছর যাবৎ আইনজীবী হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের বিচার ব্যবস্থায় গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছেন। বর্তমানে সিরাজুল হক এসোসিয়েটস এর সিনিয়র পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি জাতীয় চার নেতা হত্যা মামলা ও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সরকারী কুশলী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তৌফিকা করিম, এডভোকেট বিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলা সফল সমাধান করেছেন।

তৌফিকা করিম কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সাথে ম্যাট্রিক (এস.এস.সি) এবং মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে অনার্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এল.এল.বি ডিগ্রী অর্জন করেন। সব শেষে জাপান থেকে 'The Executive Program on corporate Management' এ ডিপোমা সম্পন্ন করেন।

অসহায় কারাবন্দিদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সংস্থা 'লিগ্যাল এসিসটেন্স টু হেল্পলেস প্রিজনার্স এন্ড পার্সনস' (এলএএইচপি)।২৮ এপ্রিল ২০১৯ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে 'সেরা দেশীয় বেসরকারী সংস্থা'র সম্মাননা গ্রহণ করেন এলএএইচপি'র চেয়ারম্যান তৌফিকা করিম,এডভোকেট।

পেশায় চাটার্ড একাউনটেন্ট, জনাব আফতাব-উল ইসলামের সহধর্মিনী তৌফিকা করিম, এডভোকেট। আফতাব-উল ইসলাম International Office Equipment (IOE) Bangladesh Ltd. এর ফাউন্ডার চেয়ারম্যান এবং Asia Pacific General Insurance Co Ltd. এর সম্মানিত চেয়ারম্যান।

জনাব চিং কিউ রোয়াজা

অবৈতনিক সদস্য

জনাব চিং কিউ রোয়াজা ১৯৫৭ সালে পার্বত্য অঞ্চলের রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব চাই থোয়াই রোয়াজা একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি ১৯৭৩ সালে জাতীয় নির্বাচনে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

জনাব চিং কিউ রোয়াজা ছাত্রজীবন থেকেই নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক(সম্মান) ও স্নাতকত্তোর ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। জনাব রোয়াজা রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং প্রচুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মানবাধিকারের বিষয়ের তাঁর বহুমুখী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিরলস কাজ করায় গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব রোয়াজাকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মানিত অবৈতনিক সদস্য হিসেবে তিন বছর মেয়াদে নিয়োগদান করেন।

একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের অধিবেশনে (UN Parmanent Forum on Indigenous Issues New York) যোগদান করেন। মিয়ানমারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও শক্তিশালীকরণ' (Enhancing Democratic Participation in a changing World: Responding to Democratic Voices) সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। তাছাড়াও সম্প্রতি তিনি নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত সভায় (International Conference on Protection of Rights of the Migrant Workers) যোগদান করেন। তিনি সরকারিভাবে ভারত, নেপাল, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন।

তিনি একজন স্বনামধন্য স্বেচ্ছাসেবী এবং দানশীল ব্যক্তি। সমাজ উন্নয়নের জন্য তিনি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান-কে ভূমি দান করেন এবং ইউএনডিপি, ড্যানিডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক সহযোগী সংগঠনের সহযোগীতায় সার্কেল প্রধান, হেডম্যান, কারবারীসহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের জন্য তিনি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি স্থানীয় মানুষকে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করেন। জনকল্যাণে তাঁর বহুমুখী উদ্যোগ এখনো অব্যাহত রয়েছে।

মিজানুর রহমান খান

অবৈতনিক সদস্য

মিজানুর রহমান খান মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর অবৈতনিক সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে। মিজানুর রহমান খান ১৯৬০ সালে গোপালগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি ১৯৮৫ সালে ৭ম বিসিএসে অংশগ্রহণ করেন এবং সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেন।

কর্মজীবনে তিনি সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রাজজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রাজজ এবং জেলা ও দায়রাজজ হিসেবে সততা, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন) হিসেবে দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর তিনি জেলা ও দায়রাজজ হিসেবে পদোন্নতি পান এবং বাগেরহাট ও মানিকগঞ্জে দায়িত্ব পালন করেন পরবর্তীতে তিনি সিনিয়র জেলা ও দায়রাজজ হিসেবে পদোন্নতি পান। সর্বশেষ তিনি বিভাগীয় স্পেশাল জজ, ঢাকা হিসেবে দায়িত্বপালন কালে ২০১৯ সালের ১ লা জানুয়ারি পিআরএল এ চলে যান। পেশাগত জীবনে তিনি মানবপাচার রোধে জাপানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব তিমুর, নয়া দিল্লি এবং হংকং এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

পিআরএল এ যাওয়ার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর অবৈতনিক সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

জেসমিন আরা বেগম

অবৈতনিক সদস্য

জেসমিন আরা বেগম মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর অবৈতনিক সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে। তিনি ১০৬০ সালের ২৯ জুলাই সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা সানোয়ার আলী একজন আইনজীবী ছিলেন এবং শহীদ বুদ্ধিজীবী ছিলেন যিনি ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধে শহীদ হোন। স্বাধীনতার পরে যাঁর স্মৃতি পোস্ট স্ট্যাম্পে ছাপানো হয়েছিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে তিনি বিএ পাশ করেন। পরবর্তী তে ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এমএসএস সম্পন্ন করেন। একইসাথে আইন বিষয়ে স্নাতক করেন ১৯৮৪ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে। ১৯৮৬ সালে প্রথম মহিলা সুনামগঞ্জ বারে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ৭ম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি তুলনামূলক আন্তর্জাতিক আইনে সুইডেনের স্টকহোম থেকে এমএসসি সম্পন্ন করেন (২০০০-২০০২)।

তিন দশকের বেশি সময়ের কর্মজীবনে জেসমিন আরা বেগম বিভিন্ন কোর্টে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন তার মধ্যে জজ কোর্ট, সেশন কোর্ট, সিভিল কোর্ট, পারিবারিক আদালত, আপিল ট্রাইবুনাল, অর্থ ঋণ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল এবং নির্বাচন আপিল ট্রাইবুনাল অন্যতম যা ঢাকা সহ কুমিল্লা, দাউদ কান্দি, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, সিলেট এবং শেরপুরে অবস্থিত। দুই বার তিনি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন শেরপুর ও মুন্সিগঞ্জে। ১৯৯৭ সালে তিনি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইবুনালের রেজিস্ট্রার এর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ২০০৬ সালে তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১৭ সালে সিনিয়র জেলা ও দায়রাজজ হিসেবে জেসমিন আরা বেগম কুমিল্লা জেলায় পদায়ন পান। চূড়ান্ত পদ হিসেবে তাকে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সলিসিটারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দেশের ইতিহাসে জেসমিন আরা বেগম এই পদ অলংকৃত করা প্রথম নারী। ৩১ বছরের সফল বিচারিক জীবন শেষে ২৮ জুলাই ২০১৯ তিনি পিআরএল গ্রহণ করেন।

বিচারক এবং প্রশাসক এর দায়িত্ব পালনকালীন তিনি মামলার অসহায় মানুষের জন্য ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন বিশেষত নারী ও শিশুদের প্রতি। জেসমিন আরা বেগম বিভিন্ন খ্যাতনামা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর সাথে কাজ করেছেন তারমধ্যে ব্রাক, লিগাল এইড, বাংলাদেশ লিগাল এইড (ব্লাস্ট), বিএনডব্লিউএলএ অন্যতম। জুডিশিয়ারির পরবর্তী প্রজন্মের উন্নয়ন সাধনে জেসমিন বিভিন্ন পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন তার মধ্যে জুডিশিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ভুঁইয়া একাডেমি, বার্ড, নায়েম ইত্যাদি অন্যতম।

তিনি বাংলাদেশ মহিলা বিচারক সমিতি এবং আন্তর্জাতিক মহিলা বিচারক সমিতির কার্যকরী সদস্য। তিনি ইউএসএইড জাস্টিস ফর অল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে কাজ করেছেন এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে মহিলা বিচারকদের বিয়ান্নায় কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আদালত দর্শন করেন এনসিএসসির অধীনে। তিনি ডমিসটিক এবং সেক্সসুয়াল হ্যারেসমেন্টের উপর ইউএস-এইড জন্য একটি নিবন্ধ লিখেছেন। আন্তর্জাতিক নারী বিচারকদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একটি জারিগান রচনা করেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় মানব পাচারের উপর একটা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন, কাউন্টার টেররিজম এর উপর নর্থ ক্যারোলাইন এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি স্টাডি ট্যুর করেন এবং প্রসিকিউশন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন নিউ দিল্লি, ইন্ডিয়া তে।

জেসমিন আরা বেগম ড. মুহাম্মদ সাদিক (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। এ দম্পতির এক ছেলে এবং এক মেয়ে। তাদের পুত্র মুহাম্মদ কাজিম ইবনে সাদিক নিউজিল্যান্ড টু ব্যাট হংকং এর পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত এবং কন্যা কমনওয়েলথ স্কলারশিপ এর অধীনে নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ওয়েলিংটন ইউনিভার্সিটির পাবলিক পলিসিতে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত।

ড. নমিতা হালদার, এনডিসি

অবৈতনিক সদস্য

বাগেরহাট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা ড. নমিতা হালদার এনডিসি প্রায় ৩১ বছর প্রশাসনে চাকুরী শেষে বিগত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে যোগদান করেন। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ৭ম ব্যাচের এই কর্মকর্তা সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরি জীবন শুরুর পর স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজস্ব প্রশাসনের পাশাপাশি তিনি ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দীর্ঘ সময় ফৌজদারি মামলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অনগ্রসর এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেয়া ছিল তাঁর অগ্রাধিকার। নারী ও শিশুর ক্ষমতায়ন এবং তাদের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কিশোর কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার, যৌতুক এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ছিল তাঁর অন্যতম কাজ।

ড. নমিতা হালদার, এনডিসি ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে কাজ করা তার জীবনের একটি বড়ো সুযোগ। এ সময়ে সংসদীয় কার্যক্রম, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ ঘটে তার। তার দৈনন্দিন কাজের অন্যতম ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং নাগরিকদের জনসংযোগ আয়োজন। দেশে এবং বিদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংগে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তিনি বিরল অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ড. হালদার ২০১৭ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মানবপাচার রোধ সহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে তিনি নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন। নিয়মিত, ধারাবাহিক এবং নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে তার পরিশ্রম অব্যাহত ছিল। সচিব হিসেবে বিভিন্ন সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে ফলপ্রসূ কূটনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জণ করেন। পরবর্তীতে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে উন্নয়ন প্রশাসনে এম.এ এবং 'সংসদে মহিলা সদস্যদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব' বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব ক্যানটারবারি, ক্রাইস্টচার্চ, নিউজিল্যান্ড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এভাবে তিনি কৃষি ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের পর সফলতার সাথে নির্বাহী বিভাগে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে তিনি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এর রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগের একজন অনুষদ সদস্য। মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয় তার প্রতিটি কাজেই প্রতিফলিত হয়। তার স্বামী ড. মোঃ আজিজুল হক একজন কৃষি বিজ্ঞানী।

সংযুক্তি-৩

কর্মকর্তাদের তালিকা

নাম	পদবী	ই-মেইল
আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর	সচিব (ভারপ্রাপ্ত) পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) (জেলা ও দায়রা জজ)	secretary@nhrc.org.bd director.complaint@nhrc.org.bd
কাজী আরফান আশিক	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (চলতি দায়িত্ব)	director.admin@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন	উপ-পরিচালক	gaji.complaint@nhrc.org.bd
এম. রবিউল ইসলাম	উপ-পরিচালক	rabiul.complaint@nhrc.org.bd
সুস্মিতা পাইক	উপ-পরিচালক	susmita.complaint@nhrc.org.bd
মোঃ জামাল উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	ad.finance@nhrc.org.bd
ফারজানা নাজনীন তুলতুল	সহকারী পরিচালক (সমাজসেবা ও কাউন্সিলিং)	ad.counseling@nhrc.org.bd
ফারহানা সাঈদ	জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	pro@nhrc.org.bd
মো. আজহার হোসেন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ad.training@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ তৌহিদ খান	সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)	ad.it@nhrc.org.bd
মোঃ শাহ্ পরান	সহকারী পরিচালক (আইন) (দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা জেলা কার্যালয়)	ad.law@nhrc.org.bd
জেসমিন সুলতানা	সহকারী পরিচালক(অভিযোগ পর্যবেক্ষণ ও সমঝোতা) (দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা জেলা কার্যালয়)	ad.mediation@nhrc.org.bd
মোঃ রবিউল ইসলাম	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	ps.chairman@nhrc.org.bd
মোঃ জুম্মন হোসেন	সুপারিন্টেনডেন্ট (এ্যাকাউন্টস)	super@nhrc.org.bd